রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

অক্টোবর-২০২২

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

অক্টোবর মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৪৩১** টি। নিহত **৪৮৩** জন এবং আহত **৮১৯** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৫৯**, শিশু **৭৩**। **১৭৯**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৮৬** জন, যা মোট নিহতের **৩৮.৫০** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৪১.৫৩** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **৯৯** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২০.৪৯** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৮৪** জন, অর্থাৎ **১৭.৩৯** শতাংশ।

এই সময়ে **১৮** টি নৌ-দুর্ঘটনায় **২৭** জন নিহত এবং **১৪** জন নিখোঁজ রয়েছে। **২৭**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় ২৩ জন নিহত এবং **৭** জন আহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রঃ

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৮৬** জন **(৩৮.৫০%)**, বাস যাত্রী **৩০** জন **(৬.২১%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রলি-লরি-পুলিশ পিকআপ আরোহী **২২** জন **(৪.৫৫%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ যাত্রী **২২**জন **(৪.৫৫%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-হিউম্যান হলার) **৮২** জন **(১৬.৯৭%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-টমটম-ইটভাঙ্গা মেশিন গাড়ি) **১৬** জন **(৩.৩১%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান আরোহী **২৬** জন **(৫.৩৮%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরনঃ

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২০৮**টি **(৪৮.২৫%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১২১**টি **(২৮.০৭%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬০**টি **(১৩.৯২%)** গ্রামীণ সড়কে এবং **৩৬**টি **(৮.৩৫%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৬**টি **(১.৩৯%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরনঃ

দুর্ঘটনাসমূহের **৭৯**টি **(১৮.৩২%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **১৮১**টি **(৪২%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১০৩**টি **(২৩.৮৯%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৫১**টি **(১১.৮৩%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৭**টি **(৩.৯৪%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-প্রিজন ভ্যান **২৩.৭৩%**, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি **৩.৫৪%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ **৫.১৮%**, যাত্রীবাহী বাস **১৪.৭৩%**, মোটরসাইকেল **২৬.৪৬%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-হিউম্যান হলার) **১৭.৮৭%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-ইটভাঙ্গা মেশিন গাড়ি) **৫.৩২%** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান **৩.১৩%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৭৩৩** টি। (ট্রাক **১৩৪**, বাস **১১১**, কাভার্ডভ্যান **১৮**, পিকআপ **৩০**, ট্রলি **৯**, লরি **৭**, ট্রাক্টর **৬**, ড্রাম ট্রাক **৬**, পুলিশ পিকআপ **৪**, বিজিবি ট্রাক **১**, বিদ্যুতের খুটিবাহী ট্রাক **৫**, মাইক্রোবাস **২৪**, প্রাইভেটকার **২২**, অ্যাম্বুলেন্স **৮**, পাজেরো জীপ **৪**, মোটরসাইকেল **২০৩**, থ্রি-হুইলার **১০৭** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-হিউম্যান হলার), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৬৬**

(নসিমন-ভটভটি-পাখিভ্যান-চান্দের গাড়ি, টমটম- মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার), বাইসাইকেল **১৫**, প্যাডেল রিকশা **৬** এবং প্যাডেল ভ্যান **১৪** এবং অন্যান্য **৭** (ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, স্টারিং গাড়ি)।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণঃ

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৪.১৭%**, সকালে **২৬.৪৫%**, দুপুরে **২০.১৮%**, বিকালে **১৭.৪০%**, সন্ধ্যায় **১২.০৬%** এবং রাতে **১৯.৭২%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যানঃ

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৩.৮৯%**, প্রাণহানি **২৬.০৮%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৬.৪৭%**, প্রাণহানি **১৬.৯৭%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **২০.৬৪%**, প্রাণহানি **২১.১১%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১১.১৩%**, প্রাণহানি **১০.৫৫%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.৬৫%**, প্রাণহানি **৭.৬৬%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.৪৯%**, প্রাণহানি **৬%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.১০%**, প্রাণহানি **৪.৯৬%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৮.৫৮%**, প্রাণহানি **৬.৬২%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১০৩** টি দুর্ঘটনায় **১২৬** জন নিহত। সবচেয়ে কম রংপুর বিভাগে। **২২** টি দুর্ঘটনায় **২৪** জন নিহত হয়েছে।

রাজধানী ঢাকায় **২৪**টি দুর্ঘটনায় **২১** জন নিহত ও **৩৩** জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়ঃ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **৮** জন, সেনা সদস্য **২** জন, বিজিবি সদস্য **২** জন, আনসার সদস্য ২, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **১৪** জন, চিকিৎসক **২** জন, প্রকৌশলী **৩** জন, বিএডিসি'র যুগ্ম পরিচালক **১** জন, সাংবাদিক **৪** জন, আইনজীবী **২** জন, বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী **৯** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১১** জন, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন **৫** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৬** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **৩৭** জন, পোশাক শ্রমিক **৬** জন, নির্মাণ শ্রমিক **৩** জন, রং মিস্ত্রি **২** জন, প্রবাসী **৩** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৬** জন এবং সারা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের **৬৭** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্যঃ

সড়ক দুর্ঘটনায় গত জুলাই মাসে **৭৩৯** জন নিহত হয়েছিল। এই হিসাবে আগস্ট মাসে প্রাণহানি কমেছে **২৯.৭৬%**। তবে প্রাণহানি হ্রাসের এই মাত্রা কোনো টেকসই উন্নতির সূচক নির্দেশ করছে না। আগস্ট মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **১৬.৭৪** জন, অর্থাৎ **১৭** জন।

দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৪৩১** জন, অর্থাৎ **৮৩.০৪** শতাংশ।

দেশে অরক্ষিত রেলক্রসিং ও রেল ট্র্যাকে দুর্ঘটনা বাড়ছে। ট্রাক-সহ পণ্যবাহী দ্রুতগতির যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাও কমছে না। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে পণ্যবাহী যানবাহন চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করা অতীব জরুরি।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**